যুগান্তর

তারিখ ০৭ JUL 2012
পৃষ্ঠা ৭০ কলাম ৪

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের রূপরেখা চূড়ান্ত

৭ দফা সুপারিশ : সারসংক্ষেপ পাঠানো হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে

বিএম জাহাঙ্গীর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের রূপরেখা চূড়ান্ত করেছে। এ বিষয়ে গঠিত কমিটি দেড় মাস কাজ করে বুধবার রূপরেখাটি চূড়ান্ত করে। এতে, প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের মৌলিক কাঠামো হিসেবে ৭ দফা সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি আজ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীপর্যায়ে অনুমোদন হওয়ার পর রোববার প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ পাঠানো হবে। রূপরেখার অন্যতম সুপারিশের মধ্যে রয়েছে, উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির পর্যালোচনা শেষে এ বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয়করণের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে। এছাড়া এই প্যাকেজের বাইরে ভবিষ্যতে আর কোন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হবে না এবং এ ধরনের দাবি নিয়ে সরকারের কাছে কেউ আসতেও পারবে না। রূপরেখা বাস্তবায়ন হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষা সেক্টরের জন্য একটি সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হবে। এর আওতায় ভবিষ্যতে যে সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন হবে তা সরকারিভাবেই স্থাপন করা হবে। মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। রূপরেখা প্রণয়ন চূড়ান্ত : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

চূড়ান্ত : রূপরেখা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সংক্রান্ত কমিটির প্রধান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ যুগান্তরকে বলেন, রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এটি এখন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী অনুমোদন করার পর প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন দিলে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

জানা গেছে, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের রূপরেখা প্রণয়ন করতে ২৯ মে অতিরিক্ত সচিব আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। যার সদস্য সচিব ছিলেন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম। চূড়ান্তকৃত চারপৃষ্ঠার রূপরেখায় প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য সুপারিশ আকারে ৭টি মৌলিক কাঠামো অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। এগুলো হল—

জাতীয়করণের আওতা : সব এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রকৃতি নির্বিশেষে জাতীয়করণের জন্য বিবেচিত হবে। স্থায়ী/অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত ও পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বর্তমানে চালু অবস্থায় থাকা সব কমিউনিটি ও সরকারি অর্থে এলজিইডির মাধ্যমে নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য বিবেচিত হবে। ২৭ মে'র মধ্যে পাঠদানের অনুমতির আবেদন যথাযথভাবে দাখিল করা হয়েছে এমন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে জাতীয়করণের আওতায় আসবে। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে জাতীয়করণ করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে। ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চালু নেই এমন এমপিও-বহির্ভূত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আওতার বাইরে থাকবে। জাতীয়করণের আওতায় আসতে অনিচ্ছুক বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয়ও জাতীয়করণের আওতায় আসবে না। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত অবস্থা ও পাঠদান পরিস্থিতি বাস্তবে যাচাইয়ের মাধ্যমে জাতীয়করণের উপযুক্ত বিদ্যালয়ের তালিকা প্রণয়ন করা হবে। এজন্য উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে একটি যাচাই কমিটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক বিদ্যালয়ের বিদ্যমান ভূমি, অবকাঠামো, অন্যান্য সম্পত্তি, দায়-দেনা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করবে। যাচাই কমিটির সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনা করবেন ডিসির নেতৃত্বাধীন অপর একটি জেলা কমিটি। জেলা কমিটিকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সরকারের (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে) কাছে সুপারিশ পাঠাতে হবে। জেলা কমিটির সুপারিশ বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি টাস্কফোর্স গঠিত হবে। এ কমিটি প্রতিটি জেলার ১% বিদ্যালয়ের নমুনা জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে এ বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয়করণের তালিকা চূড়ান্ত করবে।

বাস্তবায়নের ধাপ : জাতীয়করণের জন্য চূড়ান্ত তালিকাভুক্ত বিদ্যালয়গুলোকে ক, খ ও গ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হবে। এমপিওভুক্ত সব বিদ্যালয় থাকবে 'ক' গ্রুপে, এমপিও-বহির্ভূত স্থায়ী/অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত, স্থাপন ও পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সহ কমিউনিটি ও সরকারি অর্থে এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত/পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো 'খ' গ্রুপে এবং জাতীয়করণের জন্য যোগ্য বিবেচিত অন্যান্য বিদ্যালয় থাকবে 'গ' গ্রুপে। 'ক' গ্রুপের বিদ্যালয়গুলো বাস্তবায়ন করা হবে ২০১৩ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে, 'খ' গ্রুপের তালিকাভুক্ত বিদ্যালয়গুলো ২০১৩ সালের পহেলা জুলাই থেকে এবং 'গ' গ্রুপের তালিকাভুক্ত বিদ্যালয়গুলো ২০১৪ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে জাতীয়করণের আওতায় আসবে।

আওতাভুক্ত বিদ্যালয়ের পদবিন্যাস : সাধারণভাবে জাতীয়করণের জন্য মনোনীত বিদ্যালয়গুলোতে ১ জন প্রধান শিক্ষকসহ ৪ জন শিক্ষককে বিবেচনা করা হবে। শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে ৫ম শিক্ষকের পদ এরই মধ্যে সৃষ্টি হয়ে আছে এমন বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৫ জন শিক্ষককে বিবেচনা করা হবে।

নিয়োগের শর্তাবলী : জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও আত্তীকরণের সুবিধার্থে 'দ্য প্রাইমারি স্কুলস অ্যাক্ট ১৯৭৪'-এর ৬ ধারার অধীনে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে। ও বিধিমালায় প্রথমে শিক্ষকদের এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ ও পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত করার বিধান রাখা হবে। এডহক ভিত্তিতে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের সরকারি বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি পর্যায়ক্রমে প্রদানের ক্ষমতা সরকার তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এডহক ভিত্তিতে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের পারস্পরিক/সামগ্রিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে তাদের পূর্বের চাকরিকালের ৫০% সময় কার্যকাল হিসেবে গণ্য করা হবে। পেনশন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকর চাকরিকাল এবং সরকারিকরণ-পরবর্তী চাকরিকাল গণনা করা হবে। বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতি ৪ বছর কার্যকাল অথবা এর গুণাংশের জন্য একটি করে ইনক্রিমেন্ট দেয়া হবে। তবে এরূপ ইনক্রিমেন্ট সর্বোচ্চ ৩টির বেশি দেয়া হবে না। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বলতে কোন শিক্ষকের চাকরিতে যোগদানকালীন সময়ে বা তারিখে প্রযোজ্য যোগ্যতাকে বুঝাবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই এমন শিক্ষকদের এডহক ভিত্তিতে নিয়োগের ৩ বছরের মধ্যে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দেয়া হবে। তবে ধারাবাহিকভাবে ২০ বছর কিংবা বয়স ৪০ বছর অতিক্রমকারী শিক্ষকের ক্ষেত্রে এ শর্ত শিথিল করা যেতে পারে। নির্ধারিত সময়ে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ শিক্ষকদের এডহকভিত্তিক নিয়োগ নিয়মিতকরণ/চাকরি বিষয়ে ১৯৭৩ সালের জাতীয়করণসহ পরবর্তী জাতীয়করণের ক্ষেত্রে অনুসৃত ব্যবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। কেবল কম অথবা বেশি বয়সে যোগদানের কারণে কাউকে এডহক নিয়োগের জন্য অযোগ্য বিবেচনা করা হবে না। এডহক নিয়োগের পর জাতীয়করণকৃত সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য আইন, বিধি-বিধান ও নির্দেশনাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তাদের চাকরি সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায় বদলিযোগ্য হবে।

আর্থিক সংশ্লেষ : সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে আর্থিক সংশ্লেষ নিরূপণ করা হবে। সঠিক আর্থিক সংশ্লেষ নিরূপণের পর অর্থ বিভাগের সঙ্গে আলোচনাক্রমে শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের পদ্ধতি/ধাপ নির্ধারণ করা হবে। প্রসঙ্গত, প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৫ হাজার শিক্ষককে বেতন-ভাতা দিতে প্রতি বছর সরকারের এ খাতে অতিরিক্ত প্রায় ৭শ' কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে।

পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করা হবে। এমপিওভুক্ত এবং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য গঠিত প্যানেল হতে নিয়োগকৃত শিক্ষকগণ সরাসরি এডহক নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন। শৃংখলাজনিত কারণে এমপিও স্থগিত রয়েছে এমন শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি সাপেক্ষে এডহক নিয়োগ করা হবে। এমপিওভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের চাকরি সন্তোষজনক সাপেক্ষে এডহক নিয়োগ দেয়া হবে।

বিরোধ ও আপত্তি নিষ্পত্তি : জাতীয়করণ ও শিক্ষদের সরকারি চাকরিতে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে উদ্ভূত যে কোন বিরোধ ও আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

আর জাতীয়করণ নয় : রূপরেখার শেষ ধাপে বলা হয়েছে এবার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর আর কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা সমীচীন হবে না। এজন্য সরকারিভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নতুন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে সরকার স্থাপন করবে। তবে বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে জমি দান করার সুযোগ অবারিত রাখা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য এ সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপে এ বিষয়টিও জুড়ে দেয়া হয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, ২৭ মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের সভায় প্রধানমন্ত্রী এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, রূপরেখা বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার পর আগামী বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সেক্টরের দীর্ঘমেয়াদি মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত করা হবে। যেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোন বছরে, কোথায় কোথায়, কি সংখ্যক নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে তার একটি রোডম্যাপ দেয়া থাকবে। বর্তমানে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৭২টি। যার শিক্ষক সংখ্যা ২ লাখ ১৩ হাজার। শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। এর বাইরে থাকা প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৫ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা রয়েছে ৪০ লাখের কাছাকাছি।